মাওলিদ বিদাত নয়

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

মাওলিদের মাস এমন একটি মাস যাকে উচ্চ মর্যাদা দিতে হবে। আমাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে আল্লাহ্ (জাঃ জাঃ) সবচেয়ে বড় যে নিয়ামাতটি আমাদের দান করেছেন তা হচ্ছে আমাদেরকে উনার পবিত্র নাবী (সাঃ) এর উম্মাত করেছেন। মানুষেরা বেহুঁশ অবস্থায় আছে। তারা এই নিয়ামাতের মূল্য না জেনে তার অপচয় করছে। তারা অন্যসব উপকারবিহীন কাজের এবং লোকের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। উপকারবিহীন জিনিসের কথা নাহয় বাদই দিলাম, তারা খারাপ লোকের এবং খারাপ কাজের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ্ আমাদের নিয়ামাত দিয়েছেন কিন্তু আমরা সে নিয়ামাত দেখছি না। খারাপ কাজগুলোকে ওরা বাইরে থেকে দেখে রঙিন মনে করে কিন্তু সেগুলোর ভেতরের ময়লা ওরা দেখে না। এই মাসকে মর্যাদা দেয়া আমাদের করণীয় সর্বোত্তম কাজের একটি।

তারা কি এটাকে বিদাত বলছে? এসব কথা এখন নতুন বের হয়েছে। অনেকেই এই মাসের বারাকাত জানে না। তবুও, যাদেরকে মুসলিম করে সৃষ্টি করা হয়েছে তারা এই বারাকাতের ভেতরে আছে, তারা উম্মাত মুহাম্মাদের জগতে আছে, কিন্তু শয়তান তাদের লোকসান করতে চায়। তারা মাওলিদকে বিদাত বলে। এটা এমন একটি দল যারা কিছু বই পড়ে নিজেদের ইসলামের জ্ঞানে পারদর্শী দেখায়। এরকমই হয় যখন তারা কোন মুর্শিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে না, যখন তাদের কোন সত্য পথপ্রদর্শক থাকে না। এভাবেই মানুষের বুঝতে পারা উচিত যে শুধু বইপত্র কাউকে উপকার দিতে পারে না। এই ধর্ম, এই মানবজাতি এবং পুরো বিশ্ব

সৃষ্টি করা হয়েছিল আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর জন্য। সত্য ঈমানের লোকেরা এটা বিশ্বাস করে।

আমাদের জন্য এই কথা বিশ্বাস করা ঈমানের স্তম্ভের মধ্যে পড়ে। কিন্তু দেখ কিভাবে শয়তান বহু লোককে বিপথে নিচ্ছে। যারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে উচ্চ সম্মান দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে তাদেরকে বলা হচ্ছে মুশরিক আর এই সম্মান দেয়াকে বলা হচ্ছে শিরক (আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারীতা)। এর মানে তাদের পড়া বইগুলো তাদের কোন উপকার দিচ্ছে না। বই একা কখনো উপকার দিতে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র একজন প্রিয় বান্দার অনুসরণ করতে হবে। নাহলে তাদের অবস্থা ভালো হবে না।

না জেনে কেউ একটি গুনাহের কাজ করলে সে তাওবা করতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু যখন একটি গুনাহ একগুঁয়েমির সাথে বারবার করা হবে, তখন সে লোক তার শাস্তি ভোগ করবে। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে উচ্চ মর্যাদা না দেয়া একটি গুনাহ, মাক্রুহ নয়, গুনাহ। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন মহান নাবী (সাঃ) কে সম্মান করতে, উনার উপর সালাত এবং সালাম পাঠ করতে, মহানাবী (সাঃ) এর যিকির করতে এবং উনার যিয়ারাত করতে। আমাদের মহানাবী (সাঃ) বলেন, "যে আমার সাথে আমার কবরে দেখা করতে আসে সে যেন আমার সাথে আমার জীবদ্দশায় দেখা করল।" এর মানে কি? একথা থেকে বোঝা যায় যে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কত উঁচু মার্গের একটি কাজ। লোকে যেরকম বলে ব্যাপারটি আসলে সেরকম নয়। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে উচ্চ সম্মান দেখানো বিদাত বা শিরক নয়। বরং এটি অতি উত্তম এবং অতি সাওয়াবের একটি কাজ। আল্লাহ্ (আযযা ও জাল্লা) বলেন সালাত এবং সালাম পাঠ করার জন্য।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা 'আলান নাবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু 'আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।" (সুরা আহযাবঃ৫৬)। আল্লাহ্ বলেন সালাত এবং সালাম পাঠ করার জন্য। এর মানে হচ্ছে অবিরত সালাত এবং সালাম পাঠ করা। কখন এবং কতটুকু করতে হবে তা বলা হয়নি। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে সম্মান প্রদর্শন কর এবং উনার উপর সালাত ও সালাম পাঠ কর যতখুশী। আল্লাহ্ তালাও তোমাদের অতটুকুই সম্মানিত করবেন। এই কাজের কখনোই অপচয় হবে না।

যা আমরা আগেই বলেছি, এসব লোকেরা হচ্ছে শিক্ষিত-মূর্খ। তারা শয়তানের খেলনায় পরিণত হয়েছে। আমরা একথা কেন বলছি? মানুষের মাঝে ইসলামী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শয়তান ভিতর থেকে কিছু জিনিস কমিয়ে দিয়ে মুসলিমদের বিপথগামী করছে। অতীতে যদি এরকম কথা বলতে তাহলে মানুষ তোমাকে নিয়ে হাসত আর বলত, "এটা কিভাবে হওয়া সম্ভব?" তারা মাওলিদ এবং আমাদের সায়্যীদ (সাঃ) এর সম্মান করাকে বিদাত এবং শিরক বলছে। এখন মানুষেরা এসব কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তেমন কোন প্রতিক্রিয়া আর দেখাচ্ছে না।

এসব লোকদেরকে আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। যে আলিম বা শিক্ষিত নয় তার জন্য যদি একটি শাস্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে, যারা নিজেদের আলিম বলে দাবী করে তাদের জন্য দুটি শাস্তি অবধারিত। কেন? কারণ তারা নিজেদেরও বিপথে নিচ্ছে এবং সাথে সাথে অন্যদেরকেও। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে যদিও তারা বই-পুস্তক পড়ে। আল্লাহ্ আমাদের জাতিকে হিদায়াত দান করুন যেন তারা এসমস্ত লোকদেরকে অনুসরণ না করে। যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে। আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসার পরে আর কি বা লাভ থাকতে পারে? তাদের কোন কাজেই কোন বারাকাত বা ভালো ফল পাওয়া

যাবে না। সেসব লোকেরা আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বা উনার নাবী (সাঃ) কে খুশী করে না, তারা শয়তানকে খুশী করে।

মানুষেরা যেন তাদের নাফসের অনুসরণ না করে। তারা যেন কোন আউলিয়া আল্লাহ্‌র অনুসরণ করে। নাফস এবং শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। যার কোন মুর্শিদ নেই, পথের দিশারী নেই, সে সঠিক পথ ত্যাগ করে এবং বিপদের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু যাদের একজন উপদেষ্টা আছে, একজন পরামর্শদাতা পাশে আছে, তারা সঠিক পথে যায় দিনে বা রাতে, যেখানে যাবার নিয়াত করে সেখানে পৌঁছায় এবং বিপথে যায় না। বিপরীতভাবে, অন্য কিছু লোক আছে যারা সত্য ইসলাম এবং ঈমানের পথ পায় কিন্তু সাথে সাথেই আবার বিপথে চলে যায়।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, মানুষকে পথ দেখানো একটি উত্তম কাজ। মানুষকে পথ দেখানো সুন্নাত। কেউ যদি তোমার কাছে কোন জায়গার রাস্তা জানতে চায় তুমি তাদেরকে রাস্তা দেখাবে যদি তোমার রাস্তা জানা থাকে এবং এটা করাটাই ঠিক। কিছু দেশে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে রাস্তা জিজ্ঞেস করলে তারা উলটো পথ দেখায়। কিন্তু লোকেরা যদি এমন কোন মানুষকে সাথে নেয় যার রাস্তা চেনা আছে, তাহলে কাউকে আর জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না। তারা নিরাপদে সফর সমাপ্ত করে ভালো জায়গায় পৌঁছায় এবং আরামে থাকে। আর তা নাহলে তাদের পুরো জীবন ফিতনার ভেতরে, কলুষতা এবং অন্ধকারের ভেতরে কাটে। শেষ পর্যন্ত যদি তারা তাদের ঈমান বাঁচাতেও পারে, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) তাদের জন্য বিচারের দিনে শাফা'আত করবেন না কারণ তারা শাফা'আত গ্রহণ করে না।

এই লোকদের অবস্থা এরকম। তারা না শাফা'আত গ্রহণ করে না অন্য মানুষের সহযোগিতা গ্রহণ করে। তারা কিছুই গ্রহণ করে না। তারা ভাবে তাদের আমল দিয়ে তারা নিজেদের বাঁচাবে। শেষ পর্যন্ত তারা আফসোস করে কিন্তু তখন

খুব দেরী হয়ে যায় কারণ আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) তাদের পৃথিবীতে করা সব কাজের কারণে তাদের দিকে ফিরেও তাকান না।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) গুনাহগার মানুষের দিকে তাকান। কিন্তু তিনি এসব লোকদের দিকে তাকান না কারণ তারা অহংকারী এবং অভদ্র। দাম্ভিকতা, নিজেকে নিয়ে অহংকার এবং সবরকমের খারাপ চরিত্র এসব লোকদের আছে। এরা অমার্জিত এবং দুর্ব্যবহারকারী। অথচ, গুনাহগার মানুষেরা যদি বলে, "আমি গুনাহ করেছি। শাফা'আত করুন ইয়া রাসুলুল্লাহ", তারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর শাফা'আত পেয়ে যাবে।

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

"আমার শাফা'আত হবে আমার উম্মাতের বড় পাপীদের জন্য", বলেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)। তারা যেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর প্রতি সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শণ করে। আমরা যেন এই মাসটির মর্যাদা দেই। আমরা যেন একে অপরকে এই মাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেই। আমরা যেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে সালাত এবং সালাম দ্বারা স্মরণ করি এবং বেশী করে উনার উপরে সালাত এবং সালাম পাঠ করি। আমরা যেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সম্মানে ভালো কাজ করি। আমরা যেন দরিদ্র এবং দুঃখীদের সাহায্য করি উনার মাওলিদের ওয়াসিলাতে। তোমরা যদি তাদের বল যে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর জন্য দান করছ, তারা খুশী হবে এবং আগামী বছর তারা মাওলিদের মাস স্মরণ করবে। তারা যেন খুশী হয় এই ভাবে যে মাওলিদের মাসে তাদের দেখাশোনা করা হয়েছে। এটাও একটি ভালো আমল।

আমরা যেন জীবনে আরও বহু মাওলিদ পাই। আল্লাহ্ যেন ওইসব খারাপ দলগুলোকে হিদায়াত দান করেন। হিদায়াত একমাত্র আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসে।

আল্লাহ্ তাদেরকে বুদ্ধি দান করুন। আল্লাহ্কে শুকরিয়া যে এই সেই দেশ, আনাতোলিয়া, যেখানে নাবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা সবচেয়ে শক্তিশালী। আল্লাহ্কে শুকরিয়া যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সব জায়গায় আমি নাবী (সাঃ) প্রচুর ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ওই দলটি ক্যান্সারের মত। তারা সবখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শয়তান ওই দলকে ছড়াচ্ছে। আমাদের এখানে বেশী নেই কিন্তু অন্যান্য জায়গায় ওরা বহু আছে।

এই জন্যই আমরা বলছি, "আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে শুধরে দিন।" আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে ওদের নিজেকের খারাপ থেকে নিরাপদ রাখুন। তোমরা এখানে অনায়াসে মাওলিদ উদযাপন করতে পারছ, সব জায়গায় করছও। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় তা করা এত সহজ নয়। যদি কোথাও মানুষ একটু বেশী পরিমাণে জড়ো হয়, তারা সাথে সাথে অন্য কিছু ভাবে অথবা সবদিক থেকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) ইসলামী বিশ্বের অধিকারীকে পাঠান যিনি সবকিছু উনার অধিকারে নিয়ে নেবেন, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ মাহদী (আলাইহি সালাম) যেন আগামী বছর আগমন করেন যেন উনার মাধ্যমে আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ্ তোমাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৮ ডিসেম্বার ২০১৫, আকবাবা দারগাহ।